হয় না। যথা, পন্থানং গচ্ছতি। 'পথে গচ্ছতি' হইবে না। কিন্তু 'পথ'বাচক শব্দেও ৪র্থী হইতে পারে যদি 'মার্গপরিবর্তন' বুঝায়। যথা, উৎপথেন পথে গচ্ছতি। 'বিমার্গ' হইতে মার্গের দিকে চলিতেছে, ইহাই বাক্যার্থ। 'মার্গপরিবর্তন' হওয়ার 'পথে' ৪র্থী হইয়াছে। 'পন্থানং' ২য়াও হইবে। 'গতা' অর্থাৎ পথিক যদি একটি মার্গেই অধিষ্ঠিত হইয়া অগ্রসর হয়, তবেই '৪র্থী' নিষিদ্ধ। মার্গভ্রষ্ট ব্যক্তি যদি ভ্রান্ত পথ ত্যাগ করিয়া প্রকৃত পথের দিকে দেহসঞ্চালন করিয়া অগ্রসর হয়, তবে পথবিষয়ক 'এই নিষেধ' অপ্রযোজ্য।

গমনার্থক ধাতুর কর্মে স্বভাবতই যখন ২য়া হয়, তখন সূত্রে 'দ্বিতীয়া'-র উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। অতএব সূত্রে 'দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ' না বলিয়া 'চতুর্থী বা' এইরূপ উক্ত হইলে দ্বিতীয়ারও বাধা হইত না, সূত্রটিও স্বল্পাক্ষর হইত। কিন্তু তাহাতে দুই দিক্ হইতে সূত্রার্থ বাধিত ও বিপন্ন হইত। প্রথমত, আলোচ্য সূত্রটি যেহেতু 'পরবর্তী', অতএব ইহা 'কর্মণি দ্বিতীয়া' (২।৩।২) এই সূত্রের বাধক হইত, বাধক হইলে বিকল্পবোধক 'বা'-র দ্বারা '২য়া' বুঝাইত না। দ্বিতীয়ত, 'পঞ্চম্যপাঙ্‌পরিভিঃ (২।৩।১০) এই সূত্র হইতে আলোচ্য সূত্রে 'পঞ্চমী'-র অনুবৃত্তি হইয়া 'বা'-শব্দে ৫মী-ই বুঝাইত। ফলতঃ গত্যর্থক ধাতুর কর্মে ৪র্থী ও ৫মী হইত। এই অনর্থ-নিরোধের জন্যই সূত্রে 'দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ' বলা হইয়াছে। এবং এই স্পষ্টোক্তির ফলে 'দ্বিতীয়ার' বাধা ও 'পঞ্চমীর' অনুবৃত্তি, দুই-ই নিরস্ত হইয়াছে। অতএব সূত্রস্থ প্রতিটি পদ সপ্রয়োজন ও সার্থক।

সুবর্থপ্রকরণে — পঞ্চমী

☐ ৫৮৬। ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।১।৪।২৪।।

• **দী**। অপায়ো বিশ্লেষঃ। তস্মিন্ সাধ্যে ধ্রুবম্ অবধিভূতং কারক-মপাদানং স্যাৎ।

• **পদটীকা**। **ধ্রুব**— অবিচলিত, স্থির। **অপায়**— বিশ্লেষ অর্থাৎ বিচ্ছেদ (Separation)। **তস্মিন্ সাধ্যে** — তাহা অর্থাৎ 'অপায়' (বিচ্ছেদ) সাধিত হইলে, অর্থাৎ 'বিচ্ছিন্ন' হইতেছে এইরূপ অর্থ বুঝাইলে। **অবধিভূত কারক**— 'অবধি' শব্দের অর্থ নির্দিষ্ট কোন এক সীমা বা 'প্রান্ত' (Starting point or point of separation)। যস্মাদারম্ভঃ, যস্মাদ্বিচ্ছেদো বা **সোঽবধিঃ**। যে নির্দিষ্ট-সীমা হইতে কোন কিছুর প্রারম্ভ বা

বিচ্ছেদ হয়, তাহাই **'অবধিভূত'**। কোন বস্তু হইতে কোন বস্তু বিচ্ছিন্ন বা বিচলিত হইলে, যাহা হইতে বিচলিত হয় তাহা যদি **'কারক'** হয়, তবে সেই কারককে **'বিশ্লেষাবধি'** বা **'অবধিভূত কারক'** বলা হয়।

• **অনুবাদ**। 'অপায়' শব্দের অর্থ বিচ্ছেদ। বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে যাহা 'ধ্রুব' অর্থাৎ 'অবধিভূত', তাহা যদি **কারক** হয় তবে 'অপাদান' হইবে।

• **আলোচনা**। যে বস্তু হইতে কোন কিছুর বিচ্ছেদ হয়, তাহা যদি 'ধ্রুব' অর্থাৎ 'অবিচলিত' এবং **'কারক'** হয়, তবে **সে কারক 'অপাদান'**। ইহাই সূত্রটির সরলার্থ। **যথা, বৃক্ষাৎ** পর্ণং পততি। বৃক্ষ হইতে পত্র পড়িতেছে। বৃক্ষ হইতে পত্রের বিচ্ছেদ হওয়ায়, বিচলিত 'পূর্ণ' নয়, অবিচলিত 'বৃক্ষই' অপাদান হইয়াছে। বিচ্ছেদ সংঘটিত হইলে 'অবিচলিত' বস্তুই অপাদান হইবে, ইহাই যদি অপাদানের লক্ষণ হয়, তবে 'ধাবতঃ **অশ্বাৎ** পততি' এই বাক্যে **অস্থির** অশ্বের 'অপাদানত্ব' কিরূপে সম্ভব? অতএব 'ধ্রুব' শব্দে ধ্রুবত্ব বিষয়ে **আপেক্ষিকতাই বিচার্য, সম্পূর্ণতা নয়**। 'বিশ্লিষ্ট' ও 'বিশ্লেষাবধির' মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত অল্পবিচলিত, সে-ই 'ধ্রুব'। ধাবমান 'অশ্ব' অস্থির হইলেও, বিশ্লিষ্ট অশ্বারোহীর তুলনায় তাহার অস্থিরতা কম, কারণ অশ্ব গতিমান্ হইলেও পতিত হয় না। যে পতিত, সে-ই অধিক বিচলিত, নচেৎ পতিত হইবে কেন? অতএব অপেক্ষাকৃত স্থির বস্তুই 'ধ্রুব'। সূত্রে 'ধ্রুব' শব্দে আপেক্ষিক-স্থিরতাই বুঝিতে হইবে, চরম স্থিরত্ব নয়। যদি তাহাই হয় তবে 'অপসরতো **মেষাৎ** অপসরতি মেষঃ'(একটি চলন্ত মেষ হইতে আর একটি মেষ সরিয়া যাইতেছে) এই বাক্যে 'মেষাৎ' অপাদান হয় কিরূপে? এখানে দুইটি মেষই অস্থির ও **যুগপৎ** বিচ্ছিন্ন হইয়া চলমান, এবং চলমানতায় উহাদের মধ্যে কাহার অস্থিরতা কম, তাহা বুঝা যায় না, অতএব ইহাদের 'আপেক্ষিক' ধ্রুবত্ব নির্ণয়ও অসম্ভব। এইজন্যই দীক্ষিত 'ধ্রুব' শব্দের অর্থ **অবধিভূত** বলিয়াছেন। **'যদবধি'** (অর্থাৎ যাহা হইতে) কোন কিছুর **বিশ্লেষ** হয়, **তাহাই 'অপাদান'**। মেষ দুইটি যখন একত্র অবস্থিত ছিল, তখন 'অপাদান' হয় নাই, যখন একে অন্যের সান্নিধ্য ছিন্ন করিয়া বিচ্ছিন্ন হইতেছে তখনই 'অপাদান' হইয়াছে, এবং পরস্পর-বিচ্ছিন্ন চলমান, এতদুভয়ের যে-কোন একটি এক্ষেত্রে 'অপাদান' হইতে

পারে। অতএব **স্থির হউক, অস্থির হউক, যাহা হইতে কোন কিছুর বিচ্ছেদ ঘটে তাহাই 'অপাদান'**, ইহাই 'অপাদান'-লক্ষণের প্রকৃত তাৎপর্য। বিচ্ছেদ ঘটিলেই 'অপাদানে'-র ক্ষেত্র হইবে, যাহা হইতে বিচ্ছেদ **বিবক্ষিত** হইবে, তাহাই হইবে 'অপাদান', যদি সে-বিবক্ষা **সংগতার্থ** হয়। **'পর্ণাৎ** বৃক্ষঃ পততি' বলিলে অর্থ-সংগতি হয় না, অতএব 'পর্ণ' অপাদানত্বের অযোগ্য, অবশ্য এক্ষেত্রে 'যোগ্যতার' (relevancy) অভাব-হেতু 'বাক্যত্ব'-ও অসম্ভব।

'বিচ্ছেদ' বুঝাইলে 'অপাদান' হয়, কিন্তু এই বিচ্ছেদ **প্রত্যক্ষ** (দৃশ্য) ও **পরোক্ষ** (অবশ্য) দুই-ই হইতে পারে। 'বৃক্ষাৎ পর্ণং পততি' এই বাক্যে বৃক্ষ হইতে পর্ণের বিচ্ছেদ **'প্রত্যক্ষ'**, কিন্তু 'উপাধ্যায়াৎ বচনং শৃণোতি' এই বাক্যে বিচ্ছেদ 'প্রত্যক্ষ' নয়, কারণ উপাধ্যায়ের মুখ হইতে শব্দ-নিঃসরণ 'চাক্ষুষ' প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহা **অনুমেয় অথবা বুদ্ধিগম্য**। অতএব **'অপাদান' দ্বিবিধ**—(১) প্রত্যক্ষ ও (২) বৌদ্ধ (বুদ্ধিগম্য)। 'উপাধ্যায়াৎ' ইত্যাদি বাক্যে 'উপাধ্যায়' 'প্রত্যক্ষ' নয়, **'বৌদ্ধ' অপাদান**।

❑ ৫৮৭। অপাদানে পঞ্চমী।। ২।৩।২৮।।

• **দী**। গ্রামাদায়াতি। ধাবতোঽশ্বাৎ পততি। কারকং কিম্? বৃক্ষস্য পর্ণং পততি।

• **অনুবাদ**। 'অপাদানে' ৫মী হয়। **যথা**, গ্রামাদায়াতি (গ্রাম হইতে আসিতেছে)। ধাবতোঽশ্বাৎ পততি (ধাবমান অশ্ব হইতে পতিত হইতেছে)। 'কারক' বলা হইল কেন? 'কারক' না হইলে ৫মী হয় না। **যথা, বৃক্ষস্য** পর্ণং পততি।

• **আলোচনা**। **'অনভিহিতে** এই অধিকারসূত্রের অধিকারস্থ এই সূত্র। অতএব অনভিহিত 'অপাদানে' ৫মী হয়, ইহাই সূত্রার্থ। **যথা**, 'গ্রামাৎ' ইত্যাদি। 'গ্রাম' হইতে যে নিষ্ক্রান্ত হয়, গ্রামের সহিত তাহার বিচ্ছেদ ঘটে, এবং এই বিচ্ছেদ যেহেতু 'প্রত্যক্ষ', অতএব 'গ্রাম' **'প্রত্যক্ষ' অপাদান**, উহাতে '৫মী' হইয়াছে। এইরূপ 'অশ্বাৎ'-ও 'প্রত্যক্ষ' অপাদানে ৫মী। এই উদাহরণটি সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা পূর্বেই করা হইয়াছে। অপাদান-লক্ষণের দীক্ষিত-কৃত ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে, অবধিভূত পদার্থটি **'কারক' হইলে** 'অপাদান' হয়। অর্থাৎ, কারক না হইলে অপাদান হয় না। **'অবধিভূত' বস্তুকে**

'কারক' রূপে প্রকাশ করা যদি বক্তার অভিপ্রেত হয়, তবে সেখানে 'অপাদান' ব্যতীত অন্য কারক হইবে না; ইহাই তাৎপর্য। 'বৃক্ষস্য পর্ণং পততি' এই উদাহরণে 'পতিত' ক্রিয়ার সহিত 'বৃক্ষ' অন্বিত নয়, 'পর্ণং' এই নামপদের সহিত অন্বিত, অতএব ইহা **'কারক' রূপে বাক্যে বিবক্ষিত না হওয়ায়,** ইহাতে ৫মী হয় নাই, 'অবয়বাবয়বি **সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী'** হইয়াছে, যদিও 'কারক' রূপে উক্ত হইলে যে অর্থ হইত সেই অর্থই আলোচ্য উদাহরণে প্রকাশ পাইতেছে।

• **দী। "জুগুপ্সা-বিরাম-প্রমাদার্থানামুপসংখ্যানম্" (বার্তিক)।** পাপাজ্জুগুপ্সতে, বিরমতি। ধর্মাৎ প্রমাদ্যতি।

• **পদটীকা। জুগুপ্সা**— ঘৃণা। **প্রমাদ**— অনবধানতা (inadvertence) অর্থাৎ মনোযোগিতার অভাব।

• **অনুবাদ ও আলোচনা।** ঘৃণা, বিরতি ও প্রমাদার্থক ধাতুর যোগে তত্তৎ ক্রিয়ার বিষয়ও 'অপাদান' হয় এবং তাহাতে ৫মী হয়, ইহাও বক্তব্য, ইহাই 'বার্তিক' সূত্রটির তাৎপর্য। যথা, — **পাপাৎ** জুগুপ্সতে, বিরমতি (পাপকে ঘৃণা করিতেছে, পাপ হইতে বিরত হইতেছে)। **ধর্মাৎ** প্রমাদ্যতি (ধর্মে অমনোযোগী হইতেছে)। **'পাপ'** ঘৃণা ও বিরতির এবং **'ধর্ম'** প্রমাদের বিষয়, অতএব 'পাপ' ও 'ধর্ম' অপাদান এবং তাহাতে '৫মী' হইয়াছে। অপাদানের যে 'সাধারণ লক্ষণ' বলা হইয়াছে, তদ্ব্যতিরিক্ত স্থলেও অপাদান হয়। আলোচ্য সূত্র হইতে তত্তৎ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি উপস্থাপিত হইতেছে।

❑ ৫৮৮। ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ।১।৪।২৫।।

• **দী।** ভয়ার্থানাং ত্রাণার্থানাঞ্চ প্রয়োগে ভয়হেতুরপাদানং স্যাৎ। চোরাদ্ বিভেতি। চোরাৎ ত্রায়তে। ভয়হেতুঃ কিম্? অরণ্যে বিভেতি ত্রায়তে বা।

• **অনুবাদ।** ভয়ার্থক ও 'ত্রাণ' অর্থাৎ রক্ষার্থক ধাতুর যোগে **'ভয়ের যে কারণ,** সে অপাদান। **যথা,** চোরাদ্ ইত্যাদি। চোর হইতে ভীত হইতেছে, চোর হইতে রক্ষা করিতেছে। 'ভয়হেতু' কেন? ভয়ের যে কারণ নয়, সে 'অপাদান' হইবে না। **যথা,** 'অরণ্যে' ইত্যাদি। **অরণ্যের মধ্যে** ভীত হইতেছে, রক্ষা করিতেছে।

• **আলোচনা**। যাহা হইতে ভয় হয়, তাহা 'ভয়হেতু'। 'চোরাদ্ বিভেতি' এই বাক্যে চোর হইতে ভয় হইতেছে, অতএব চোর 'ভয়হেতু' ও 'অপাদান'। যাহার কবল হইতে রক্ষা করা হয়, তাহাও 'ভয়হেতু'। সে 'ভয়ের কারণ' বলিয়াই তাহার নিকট হইতে 'রক্ষার' প্রশ্ন উঠে। এইজন্যই সূত্রে 'ভয়' ও 'ত্রাণ' উভয় বিষয়েই 'ভয়হেতুঃ' এই **সাধারণ বিধেয়বিশেষণ** প্রযুক্ত হইয়াছে। এক বিশেষণের দ্বারাই উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ভয়ার্থক ও 'ত্রাণার্থক' ধাতু থাকিলেও যে 'ভয়হেতু' নয়, সে 'অপাদান' হইবে না। **যথা,— অরণ্যে চোরাদ্** বিভেতি ত্রায়তে বা। এই বাক্যে 'চোরই' ভয়ের কারণ 'অরণ্য' নয়, 'অরণ্য' আধার বলিয়া 'অধিকরণে ৭মী' হইয়াছে। যদি 'অরণ্য' ভয়হেতু হইত অর্থাৎ অরণ্যকে ভয় করা হইতেছে, অরণ্য হইতে উদ্ধার করা হইতেছে, এইরূপ অর্থ বাক্যে প্রকাশ পাইত, তবে 'অরণ্য' 'অপাদান' এবং অপাদানে ৫মী হইত। **যথা— অরণ্যাদ্** বিভেতি ত্রায়তে বা। অতএব, **অরণ্যে** বিভেতি ও **অরণ্যাদ্** বিভেতি, দুই-ই শুদ্ধ, পার্থক্য শুধু **অর্থগত**।

❑ ৫৮৯। পরাজেরসোঢ়ঃ।১।৪।২৬।।

• **দী**। পরাজেঃ প্রয়োগে অসহ্যঃ অর্থঃ অপাদানং স্যাৎ। অধ্যয়নাৎ পরাজয়তে, গ্লায়তীত্যর্থঃ। অসোঢ়ঃ কিম্? শত্রূন্ পরাজয়তে, অভিভবতীত্যর্থঃ।

• **পদটীকা**। **অসোঢ়**— নঞ্ + সহ্ + ক্ত; অসহ্য। **অর্থ**— পদার্থ, বিষয়। **পরাজয়তে**—'পরা' পূর্বক 'জি' ধাতুর **দুই অর্থ**— (১) ন্যূনীভবন (ছোট হওয়া অর্থাৎ পরাজিত হওয়া) ও (২) ন্যূনীকরণ (ছোট করা অর্থাৎ পরাজিত করা)। প্রথম অর্থে ধাতুটি 'অকর্মক' এবং দ্বিতীয় অর্থে 'সকর্মক'। **গ্লায়তি**— ক্লান্ত হইতেছে (গ্লৈ + লট্ তি)। **অভিভবতি**— অভিভূত করিতেছে।

• **অনুবাদ**। 'পরা-জি' ধাতুর যোগে যে পদার্থ 'অসহ্য', তাহা 'অপাদান'। **যথা**, 'অধ্যায়নাৎ' ইত্যাদি। অধ্যয়নে ক্লান্ত হইতেছে, অধ্যয়নের চাপ সহ্য করিতে পারিতেছে না, ইহাই বাক্যার্থ। 'অসহ্য-বিষয়'— এরূপ বলা হইল কেন? যে 'অসহ্য' নয়, সে 'অপাদান' হইবে না। **যথা**— শত্রূন্ ইত্যাদি। শত্রুকে পরাজিত অর্থাৎ অভিভূত করিতেছে।

• **আলোচনা**। 'ন্যূনীভবনার্থক' (to be defeated) অতএব **অকর্মক** 'পরা-জি' ধাতুর যোগে **'অসহ্য' বিষয়** অপাদান হয়, ইহাই সূত্রটির তাৎপর্য। **যথা, অধ্যয়নাৎ** পরাজয়তে। অধ্যয়নে 'ক্লান্ত' হইতেছে। 'ক্লান্তি' বড়োত্বের লক্ষণ নয়, ন্যূনতারই পরিচায়ক, অতএব ক্লান্তির অর্থ 'ন্যূনীভবন'। পরাজিতই আক্রমণের চাপ সহ্য করিতে না পারিয়া 'ক্লান্ত' হয়। অতএব ক্লান্তি, ন্যূনীভবন, পরাজয় প্রভৃতি শব্দের তাৎপর্য এক। যাহা ক্লান্ত করে, তাহা (অর্থাৎ তাহার চাপ) নিশ্চয়ই 'অসহ্য'। আলোচ্য উদাহরণে 'অধ্যয়ন' ক্লান্ত করিতেছে, অতএব তাহা 'অসহ্য পদার্থ' এবং **যেহেতু 'অসহ্য' অতএব 'অপাদান'**। কিন্তু **'শত্রূন্ পরাজয়তে'** এই বাক্যে সকর্মক 'পরাজি'-র অর্থ ন্যূনীভবন নয়, 'ন্যূনীকরণ' অর্থাৎ পরাজিত করা, অতএব 'শত্রু' (অর্থাৎ শত্রুর আক্রমণ) এখানে 'অসহ্য' নয়, নয় বলিয়াই 'শত্রূন্' অপাদানে ৫মী হয় নাই, 'কর্মণি ২য়া' হইয়াছে। যে শত্রু-কর্তৃক পরাজিত হয়, তাহারই নিকট 'শত্রু' দুর্ধর্ষ, অতএব 'অসহ্য'; যে শত্রুকে পরাজিত করে, শত্রু তাহার নিকট 'অসহ্য' নয়। যদি 'শত্রু' বিজিত না হইয়া 'বিজেতা' হইত, তবে 'অসহ্য'-ও 'অপাদান' হইত। যথা, **শত্রোঃ** পরাজয়তে। শত্রুর নিকট পরাজিত হইতেছে। 'শত্রু' এখানে জেতা অতএব 'অসহ্য', অতএব **'শত্রোঃ'** অপাদানে ৫মী।

❑ ৫৯০। বারণার্থানামীপ্সিতঃ।।১।৪।২৭।।

• **দী**। প্রবৃত্তিবিঘাতো বারণম্। বারণার্থানাং ধাতুনাং প্রয়োগে ঈপ্সিতোঽর্থঃ অপাদানং স্যাৎ। যবেভ্যো গাং বারয়তি। ঈপ্সিতঃ কিম্? যবেভ্যো গাং বারয়তি ক্ষেত্রে।

• **অনুবাদ**। প্রবৃত্তির 'ব্যাঘাত' হইল 'বারণ'। বারণার্থক ধাতুর যোগে 'ঈপ্সিত' বিষয় অপাদান হয়। **যথা,— যবেভ্যো** গাং বারয়তি (যবভক্ষণ হইতে গাভীকে নিবৃত্ত করিতেছে)। 'ঈপ্সিত' কেন? 'ঈপ্সিত' না হইলে হয় না। **যথা,**— যবেভ্যো গাং বারয়তি **ক্ষেত্রে** (ক্ষেত্রে যবভক্ষণে গাভীকে বাধা দিতেছে)।

• **আলোচনা**। কাহারও কোন বিষয়ে **প্রবৃত্তিতে 'বিঘাত'** (বি— হন্ + ঘঞ্) অর্থাৎ বাধাদানের নাম **'বারণ'**। 'প্রবৃত্তি' শব্দের অর্থ এখানে ঠিক 'অভিলাষ' নয়। অভিলাষ **স্বেচ্ছা-সঞ্জাত**। কিন্তু **স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়** কোন কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার

ব্যাপারই এখানে **'প্রবৃত্তি'**। 'প্রবৃত্তের' 'নিবর্তন' অর্থাৎ কোন কর্মে কাহারও প্রবৃত্ত হওয়ার পথে বাধাদানই **বারণ**। **'স্বেচ্ছয়া অনিচ্ছয়া বা প্রবর্তমানস্য নিবর্তনম্'** বারণম্। 'ঈপ্সিত' শব্দে এখানে **'কর্তার'** (অর্থাৎ বারণ-কর্তার) **'ঈপ্সিত'** বুঝায়। বারণার্থক ধাতুর যোগে **'কর্তার' ঈপ্সিত** অপাদান হয়, ইহাই সূত্রের যথার্থ তাৎপর্য। **যথা, যবেভ্যো** গাং বারয়তি। এই বাক্যে বারণকর্তার **দুইটি ঈপ্সিত**— (১) গো ও (২) যব। গাভী বারিত হইতেছে, অতএব 'গো' বারণ বিষয়ে **'প্রধান' ঈপ্সিত** অর্থাৎ **'ঈপ্সিততম'** এবং ঈপ্সিততমত্বহেতু **'কর্ম'**। **'যবভক্ষণ না করুক' এইরূপ ইচ্ছা** প্রকাশ পাইতেছে বলিয়া বারণবিষয়ে **'যব'**-ও **বারণ-কর্তার 'ঈপ্সিত'**, তবে তাহা **অপ্রধান**। বারণকর্তার **অপ্রধান ঈপ্সিতই 'অপাদান'** হয়, তজ্জন্য 'যবেভ্যঃ' অপাদানে ৫মী হইয়াছে। এখানে যবভক্ষণে গাভীর **'স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত হওয়ার পথে' বাধাদানরূপ** 'বারণ' সূচীত হয়। কর্তার **'না' করুক' এইরূপ ইচ্ছাই** 'বারণ'। **'যদ্বিষয়ে** না করুক' এইরূপ ইচ্ছা, **তদ্বিষয়ই** বারণকর্তার ঈপ্সিত এবং তাহাই অপাদান, ইহাই ফলিতার্থ। এইরূপ— 'বিভীষণং **শোকাদবারয়দ্** রামঃ' এই বাক্যে **'বিভীষণ শোক না করুন'** বারণকর্তা 'রামচন্দ্রের' এই ইচ্ছাই প্রকাশ পাইতেছে। **শোকে স্বেচ্ছায় প্রবৃত্ত বিভীষণের** শোকে বারণকর্তা বাধা দিতেছেন, ইহাই তাৎপর্য। অতএব 'শোক না করুন' এইরূপ ইচ্ছায় **'শোকই'** বারণকর্তার বারণের বিষয় বলিয়া 'অপাদান' হইয়াছে। কিন্তু সূত্রে যখন শুধু 'ঈপ্সিতঃ' বলা হইয়াছে, তখন 'কর্তার ঈপ্সিত' এইরূপ ব্যাখ্যা না করিয়া 'কর্মের ঈপ্সিত' বলিলে ক্ষতি কি? উক্ত উদাহরণ দুইটিতে বস্তুত 'যব' ও 'শোক' যথাক্রমে 'গো' ও 'বিভীষণের' অর্থাৎ **কর্মেরই ঈপ্সিত**, অতএব **'কর্মন ঈপ্সিতঃ' এইরূপ ব্যাখ্যাই** সমীচীন। ইহা সত্য যে, উক্ত দুই স্থলে 'কর্মের ঈপ্সিত' বলিলে 'অপাদানত্বে' কোন ব্যাঘাত হয় না। কিন্তু **'অগ্নের্মাণবকং** বারয়তি' (বালকটিকে অগ্নিতে পতন হইতে নিবৃত্ত করিতেছে), **'কূপাদন্ধং** বারয়তি (কূপে পতন হইতে অন্ধকে নিবৃত্ত করিতেছে) ইত্যাদি স্থলে **'কর্মণঃ ঈপ্সিতঃ' বলিলে** 'অগ্নি' ও 'কূপের' অপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ, এই দুইটি বস্তু 'কর্মের (অর্থাৎ 'মাণবক' ও 'অন্ধের') ঈপ্সিত নহে। 'অগ্নি' অর্থাৎ অগ্নিতে স্বেচ্ছায় পতন নিশ্চয়ই 'মানবক' অর্থাৎ বালকের অভিপ্রেত নয়, এইরূপ 'কূপ' (কূপে পতন)ও অন্ধের ঈপ্সিত নহে। যদি তাহা না হয়, তবে 'কর্মের ঈপ্সিত' বলিলে 'অগ্নি' ও 'কূপ' অপাদান হইতে পারে না। এইজন্যই 'ঈপ্সিত' শব্দে **'কর্তার ঈপ্সিত'** ব্যাখ্যা করা

হয়। 'কর্তার ঈপ্সিত' এইরূপ ব্যাখ্যায় কোথাও কোন ব্যতিক্রম হয় না। শেষোক্ত উদাহরণ দুইটিতে **'অনিচ্ছায়' প্রবৃত্তের নিবর্তনরূপ বারণ সূচিত হয়।** 'অগ্নি' অথবা 'কূপে'-পতন মাণবক ও অন্ধের অভিপ্রেত নয়, কিন্তু **'অগ্নি ও কূপে পতিত না হউক'** এইরূপ ইচ্ছায় **কর্তার** বারণবিষয়ে **'ঈপ্সিত'** হইল 'অগ্নি' ও 'কূপ', **অতএব 'অগ্নি' ও 'কূপ' অপাদান।** এই কারণেই **কর্মের ঈপ্সিত নয়,** বারণবিষয়ে **কর্তার ঈপ্সিতই** অপাদান, এইরূপ ব্যাখ্যাই যুক্তিসংগত।

বারণার্থকধাতুর যোগে **'ঈপ্সিতই'** অপাদান হইবে, অন্য পদার্থ নহে। যথা, যবেভ্যো গাং বারয়তি **ক্ষেত্রে**। এই বাক্যে বারণবিষয়ে **'যবই'** বারণকর্তার **ঈপ্সিত, 'ক্ষেত্র' নহে;** অতএব 'ক্ষেত্র' অপাদান নয়, আধার বলিয়া 'অধিকরণ', 'অধিকরণত্ব' হেতু 'ক্ষেত্রে' ৭মী হইয়াছে।

❑ ৫৯১। অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি।।১।৪।২৮।।

• **দী।** ব্যবধানে সতি যৎকর্তৃকস্য আত্মনো দর্শনস্য অভাবমিচ্ছতি তদপাদানং স্যাৎ। মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ। **অন্তর্ধৌ** কিম্? চৌরান্ন দিদৃক্ষতে। ইচ্ছতিগ্রহণং কিম্? অদর্শনেচ্ছায়াং সত্যাং সত্যপি দর্শনে যথা স্যাৎ। দেবদত্তাৎ যজ্ঞদত্তো নিলীয়তে।

• **পদটীকা। অন্তর্ধি**— (অন্তর্ + ধা + কি) ব্যবধান অর্থাৎ দৃষ্টিপথ হইতে অপসরণ। **যেন**— (অনুক্তে কর্তরি ৩য়া) যৎকর্তৃক। **অদর্শন**— দর্শনের অভাব। **নিলীয়তে**— (নি + লী + লট্ তে) পলায়ন করিতেছে। **সত্যাং** (অস্ + শতৃ + স্ত্রিয়ামীপ্, ৭মী ১ব)। হইলে ইহা 'ইচ্ছার' বিশেষণ। **সত্যপি**— (সতি + অপি; অস্ + শতৃ + ৭মী ১ব = **সতি**) হইলেও। ইহা 'দর্শনের' বিশেষণ।

• **অনুবাদ।** 'ব্যবধান' অর্থাৎ দৃষ্টিপথ হইতে অপসরণের অর্থ বুঝাইলে কর্তা 'যে-ব্যক্তি কর্তৃক' আপনার দর্শনের অভাব ইচ্ছা করে, তাহা 'অপাদান' হয়। **যথা,** মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ। কৃষ্ণ মাতার চোখের আড়ালে চলিয়া যাইতেছে অর্থাৎ মাতার নিকট হইতে পলাইতেছে। 'ব্যবধান বুঝাইলে' এইরূপ বলিবার প্রয়োজন কি? ব্যবধান না বুঝাইলে 'অপাদান' হয় না। **যথা,**— চৌরান্ন দিদৃক্ষতে। চোরগণকে দেখিতে ইচ্ছা

করে না। সূত্রে 'ইচ্ছা করে' এইরূপ বলা হইল কেন? 'অদর্শনের' (আড়ালে চলিয়া যাওয়ার) ইচ্ছা থাকাসত্ত্বেও যদি দর্শন ঘটে, তথাপি 'অপাদান' হইবে। যথা, **'দেবদত্তাৎ'** ইত্যাদি। যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের নিকট হইতে পলাইতেছে (কিন্তু পলায়নকালে দৃষ্ট হইতেছে), ইহাই বাক্যার্থ।

● **আলোচনা**। দৃষ্টিপথ হইতে অপসরণ (অর্থাৎ পলায়ন) বুঝাইলে, কর্তা যাহার দৃষ্টি পরিহার করিতে ইচ্ছা করে, সে **'অপাদান'**, ইহাই সূত্রার্থ। **যথা, মাতুর্নিলীয়তে কৃষ্ণঃ**। এই বাক্যে 'কৃষ্ণ' মাতার দৃষ্টি পরিহার করিতেছে ইচ্ছা করিয়া মাতার নিকট হইতে অপসরণ করিতেছে, অতএব 'মাতা' অপাদান। শুধু দর্শন-পরিহারের ইচ্ছা বুঝাইলেই **'অপাদান' হইবে না**, দ্রষ্টা ও দৃষ্টিপরিহর্তার মধ্যে **'ব্যবধান' চাই**, অর্থাৎ কর্তা দৃষ্টিপরিহারের **ইচ্ছা করিয়া সত্যই অপসরণ করিতেছে— এইরূপ** অর্থের প্রতীতি হওয়া চাই। 'চৌরান্ন দিদৃক্ষতে' এই বাক্যে চোর-কর্তৃক অদর্শনের (অর্থাৎ চোরগণ দেখিতে না পাউক এইরূপ) ইচ্ছা সুস্পষ্ট, কিন্তু চোরদের নিকট হইতে কর্তা অপসরণ করিতেছে এইরূপ অর্থ প্রকাশিত হয় নাই। অতএব 'চোর' অপাদান না হইয়া **'কর্ম'** হইয়াছে। যদি তাহাই হয়, তবে 'অপসরণ' বুঝাইলে যাহার দৃষ্টিপথ হইতে অপসরণ হয়, সে অপাদান, এইরূপ বলাই, অর্থাৎ **'অন্তর্ধৌ যেনাদর্শনম্'** এইরূপ সূত্র করাই সংগত। 'ইচ্ছতি' পদটি সূত্রে নিষ্প্রয়োজন। এইজন্যই দীক্ষিত বলেন 'অদর্শনেচ্ছায়াং সত্যাং সত্যপি' ইত্যাদি। অর্থাৎ অপসরণের ইচ্ছা করিয়া অপসৃত ব্যক্তি **যদি সহসা দৃষ্টও হয়, তথাপি অপাদানত্বে ব্যাঘাত হইবে না**। যথা, 'দেবদত্তাৎ' ইত্যাদি। যজ্ঞদত্ত দেবদত্তের দৃষ্টি পরিহারের ইচ্ছা করিয়া অপসরণ করিতে করিতে দেবদত্তকর্তৃক দৃষ্ট হইতেছে, ইহাই উদাহরণ বাক্যটির তাৎপর্য। এই বাক্যে অন্তর্ধানের **ইচ্ছা ও অপসরণ** দুই-ই আছে, কিন্তু দেবদত্তকর্তৃক দর্শনের ফলে অপসরণকর্ম ব্যাহত হইতেছে অর্থাৎ ব্যবধানভংগ হইতেছে। তথাপি ' দেবদত্ত' অপাদান হইয়াছে। সূত্রে 'ইচ্ছতি' না থাকিলে 'ব্যবধান' বুঝাইলেই 'অপাদান' হইত, ব্যবধান-ভংগ- হেতু আলোচ্য উদাহরণে 'দেবদত্ত' অপাদান হইতে পারিত না। অতএব সংক্ষেপত, কর্তা অপসারণের ইচ্ছায় অপসরণে প্রবৃত্ত হইয়া দৃষ্ট হইলেও যাহার নিকট হইতে

অপসরণের ইচ্ছা করে, তাহা 'অপাদান'। **অপসরণের ইচ্ছা ও অপসরণই অপাদানত্বের নির্ধারক, অপসরণের 'সাফল্য' নহে।** ইহাই নির্গলিতার্থ।

❑ ৫৯২। আখ্যাতোপযোগে।১।৪।২৯।।

• **দী।** নিয়মপূর্বকবিদ্যাস্বীকারে বক্তা প্রাক্‌সংজ্ঞঃ স্যাৎ। উপাধ্যায়াদধীতে। উপযোগে কিম্। নটস্য গাথাং শৃণোতি।

• **পদটীকা। আখ্যাতা** — বক্তা। **উপযোগ** — ব্রহ্মচর্য্যাদিনিয়ম-পালন-পূর্বক বিদ্যাগ্রহণ। **গাথা**— আখ্যানমূলক কাব্য (narrative poetry)।

• **অনুবাদ।** নিয়মপালনপূর্বক বিদ্যাগ্রহণ অর্থাৎ অধ্যয়ন বুঝাইলে যিনি 'বক্তা', তিনি 'প্রাক্' (পূর্ববর্তী) সংজ্ঞা অর্থাৎ 'অপাদান' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। **যথা, উপাধ্যায়াদধীতে।** সূত্রে 'উপযোগ' শব্দটির প্রয়োজন কি? 'উপযোগ'না বুঝাইলে 'অপাদান' হয় না। যথা— নটস্য গাথাং শৃণোতি। 'নট' অর্থাৎ অভিনেতার নিকট হইতে 'গাথা' শ্রবণ করিতেছে।

• **আলোচনা।** যথানিয়মে বিদ্যাগ্রহণ করিলেই 'উপযোগ' হয়, উপযোগ বুঝাইলেই 'বক্তা' অপাদান হয়, ইহাই সূত্রার্থ। **যথা,— উপাধ্যায়াদধীতে উপাধ্যায়াৎ** শৃণোতি ইত্যাদি। গুরুর নিকট অধ্যয়ন অথবা গুরুবচন শ্রবণ করিবার সময় কতকগুলি নিয়ম মানিয়া চলিতে হয়, অতএব উক্ত বাক্য দুইটিতে 'উপযোগ' আছে ও বক্তা 'উপাধ্যায়' অপাদান হইয়াছে। কিন্তু 'নটস্য গাথাং শৃণোতি' এই বাক্যে উপযোগ নাই, কারণ অভিনেতার নিকট হইতে 'গাথার' আবৃত্তি শুনিবার সময় কোন নিয়মপালনের প্রয়োজন হয় না। অতএব গাথার বক্তা 'নট' অপাদান হয় নাই, নটস্য সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী হইয়াছে।

কিন্তু ভাষ্যকার এই সূত্রটির প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না, কারণ তন্মতে **'ধ্রুবমপায়ে অপাদানম্'** অপাদানের এই সামান্যলক্ষণ অনুসারেই আলোচ্যসূত্রের উদাহরণগুলি সিদ্ধ হইতে পারে। অতএব 'উপাধ্যায়াদধীতে' ইত্যাদি স্থলে 'উপাধ্যায়াৎ' অপাদানে ৫মী; কারণ, বিদ্যাগ্রহণ অথবা শ্রবণের সময় উপাধ্যায়ের মুখ হইতে বচন বিশ্লিষ্ট হয়, উপাধ্যায় **'অবধিভূত কারক'**, অতএব 'অপাদান', তবে এই ক্ষেত্রে বিশ্লেষ 'দৃশ্য' নয় বলিয়া ইহা **'বৌদ্ধ অপাদানের' উদাহরণ।** এই যুক্তি-অনুসারে 'নটাৎ গাথাং

শৃণোতি' এই বাক্যও সিদ্ধ, কারণ '**নট**' বৌদ্ধ অপাদান। অপাদানের সাধারণ নি 'বিশ্লেষ' হইলেই 'অপাদান' হয়, উপযোগের প্রয়োজন হয় না। 'নট' হইতে গাথার শ বিশ্লিষ্ট হয়, অতএব নট 'অপাদান'। কিন্তু 'অবধিভূত' বস্তুটি অর্থাৎ 'নট' য কারকরূপে বিবক্ষিত না হয়, তবে 'নটস্য' সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী হইবে। অতএব 'নটাৎ গা শৃণোতি' ও 'নটস্য গাথাং শৃণোতি' এই দুই বাক্যই শুদ্ধ। একটিতে অপাদানে ৫মী অন্যটিতে সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী, মাত্র ইহাই পার্থক্য। এইরূপ হিতান্ন যঃ সংশৃণুতে 'স কিংপ্র 'দূতাৎ অশুভসংবাদং শৃণোতি' ইত্যাদি বাক্যে 'হিত' ও 'দূত' অপাদান।

কেহ কেহ অন্যভাবে উক্ত দুই বাক্যের পার্থক্য বিচার করেন। তাঁহাদের ম 'নট' অপাদান হইলে 'নটের নিকট হইতে গাথা শিক্ষা করিতেছে' এইরূপ বাক্যা হইবে। কিন্তু সাধারণভাবে গাথা-শ্রবণ (গাথা শিক্ষা নয়) বুঝাইলে 'নট' অপাদান না হইয়া 'নটস্য' সম্বন্ধে ৬ষ্ঠী হইবে। কোন কিছু শিক্ষা করিতে হইলে নিয়ম-পালনের প্রয়োজন হয়, অতএব 'নটাৎ, গাথাং শৃণোতি'— এই বাক্যে তাঁহাদের মতে নিশ্চয়ই 'উপযোগ' আছে। ফলত 'ভাষ্যকার' যেখানে আলোচ্য-সূত্রের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করেন, সেখানে তাঁহারা 'উপযোগ' ব্যাখ্যাদ্বারা সূত্রটির উপযোগিতা প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু 'দূতাৎ সংবাদং শৃণোতি' ইত্যাদি বাক্যে 'উপযোগ' না থাকিলেও অপাদান হয়, অতএব ভাষ্যকারের মতই যুক্তি-সম্মত। 'উপযোগ' থাকুক বা না থাকুক, 'বক্তা অপাদান হইবে এবং তাহা 'ধ্রুবমপায়ে—' এই সূত্রানুসারেই সিদ্ধ। ইহাই সারার্থ।

❑ ৫৯৩। জনিকর্তুঃ প্রকৃতিঃ।।১।৪।৩০।।

● **দী।** জায়মানস্য হেতুরপাদানং স্যাৎ। ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে।

● **পদটীকা।** জনি— (জন্ + ভাবে ইঞ্) জন্ম। জনিকর্তা— ('জনেঃ' জন্মের কর্তা) জন্মগ্রহণকর্তা অর্থাৎ জায়মান বা জাতক (that which is born)। প্রকৃতি— উপাদান কারণ (material cause), যে 'কারণ' (cause) 'কার্য' (effect) উৎপাদন করার পরও কার্যে বর্তমান থাকে, তাহা 'উপাদান' কারণ। ব্রহ্মণঃ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে— 'ব্রহ্ম' হইতে 'প্রজা' অর্থাৎ পদার্থের উদ্ভব হয়। পদার্থ সৃষ্টির পরও পদার্থে 'ব্রহ্মের' অস্তিত্ব থাকে, অতএব 'ব্রহ্ম' উপাদান কারণ।